দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 MAR 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ .....

বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি ॥ শিক্ষকরা বিভক্ত

বুয়েট রিপোর্টার ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে নতুন করে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা দু'গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছেন। এক গ্রুপ তথ্য অধিদফতর এবং বুয়েট কর্তৃপক্ষের দেয়া তথ্য ভুল বলে দাবি করেছে।

তথ্য অধিদফতরের বিবরণীতে বলা হয়েছে, গত ১৮ মার্চ শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকগণ ঐকাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তাঁরা এ বছর নতুন পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা হবে– এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন। পরের বছর ভর্তি পরীক্ষা পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিবেচনা করার জন্য উপাচার্য একটি কমিটি গঠন করবেন। এ কমিটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরের বছর ভর্তি পরীক্ষা নেবে।

স্থাপত্য বিভাগের এক গ্রুপের শিক্ষকরা এ তথ্য ভুল বলে দাবি করেছেন। স্থাপত্য বিভাগের ২৫ শিক্ষকের মধ্যে ১৭ শিক্ষকই এ গ্রুপে রয়েছেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর সামনে আমরা এ পদ্ধতির প্রতিবাদ করেছি এবং বলেছি আমরা এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নও করব না, খাতাও দেখব না। তাঁরা আরও বলেন, স্থাপত্য ভর্তি পরীক্ষায় পদার্থের নম্বরটা ড্রয়িংয়ের সাথে যোগ করে দিতে এবং ভর্তি পরীক্ষা দু'মাস পিছিয়ে দেয়ার অনুরোধ রাখা হয়নি। অন্য গ্রুপের আট শিক্ষক একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের সাথে একমত। তাঁরা বলেছেন, নতুন পদ্ধতি ঠিক আছে এবং আমরা এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিতে রাজি আছি।

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগের ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে বা ভর্তি পরীক্ষা নতুন পদ্ধতিতে হবে কিনা এ নিয়ে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের সাথে এবং স্থপতিদের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কয়েক দফা বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। শেষে ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সকল শিক্ষককে একমত হবার অনুরোধ জানিয়েছে। তারা বলেছে, শিক্ষকরা একমত হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তা মেনে নেব।

সতেরো শিক্ষকের গ্রুপের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রী এবং স্থপতিদের সাথে বৈঠক করে পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক শামসুল ওয়ারেস বললেন, এ পাঁচটি সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষ মেনে নিলে সকল সমস্যার সমাধান হবে।